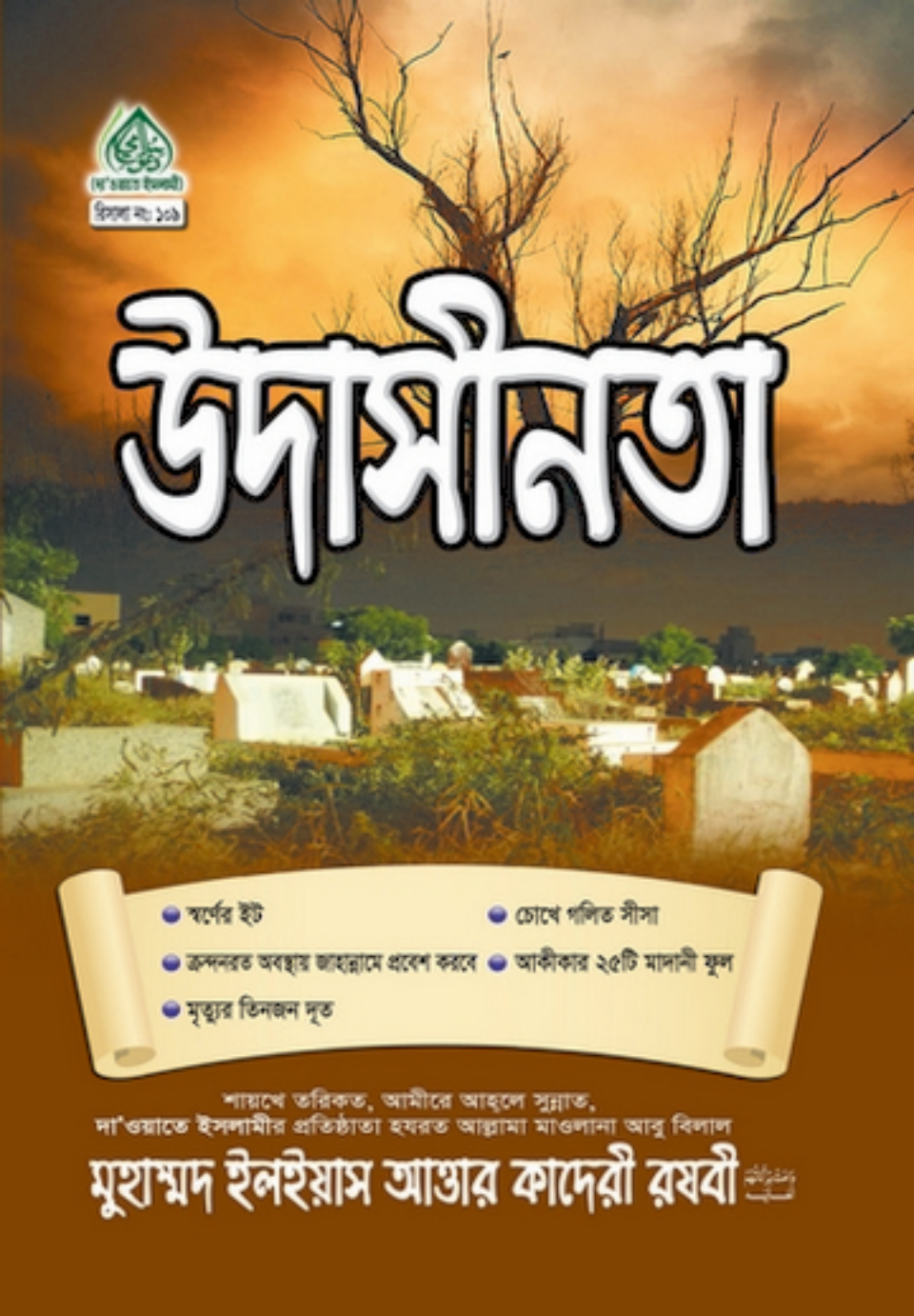

উদাসীনতা

- স্বর্ণের ইট
- চোখে গলিত সীসা
- ক্রন্দনরত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে
- আক্বীকার ২৫টি মাদানী ফুল
- মৃত্যুর তিনজন দূত

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩
স্বর্ণের ইট	৪
উদাসীনতার বিভিন্ন কারণ	৫
মৃত ব্যক্তির আর্তনাদ কোন কাজে আসবে না	৬
অসাধারণ অনুশোচনা	৯
ক্রন্দনরত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে	১০
যদি ঈমান বরবাদ হয়ে যায়, তবে...	১২
মৃত্যুর তিনজন দূত	১২
অসুস্থতাও মৃত্যুর দূত	১৪
জাহান্নামের দরজায় নাম	১৫
চক্ষুদ্বয়ে আগুন	১৬
আগুনের শলাকা	১৬
চোখে ও কানে পেরেক	১৭
চোখে গলিত সীসা	১৭
অগ্নি পূজারীদের মতো আকৃতি	১৯
কে কার থেকে পর্দা করবে?	১৯
না-জায়িয ফ্যাশনকারীদের পরিণতি	২০
ওমরী কাযা আদায় করে নিন	২১
اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ	২১
দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী বাহার	২২
মুহাম্মদ ইহ্সান আত্তারীর লাশ	২২
শহীদে দা'ওয়াতে ইসলামী	২৪
আকীকার ২৫টি মাদানী ফুল	২৬
তথ্যসূত্র	৩২

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সায়াদাতুদ দারাঈন)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

উদাসীনতা(১)

যাবতীয় অলসতা দুর করে এ রিসালাটি সম্পূর্ণ পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনি আপনার অন্তরে পরিবর্তন অনুভব করবেন।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা ও হিসাব-নিকাশ থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তিলাভকারী ব্যক্তি সে-ই হবে, তোমাদের মধ্যে যে আমার উপর দুনিয়াতে অধিক পরিমানে দরুদ শরীফ পাঠ করবে"।

(ফিরদাওসুল আখবার, ৫ম খন্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮২১০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১) এ বয়ানটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আহমদাবাদ (ভারত)- এ অনুষ্ঠিত ৩ দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ২৮, ২৯, ৩০শে রজব ১৪১৮ হিজরি (২৮, ২৯, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইংরেজি) শেষ দিনে প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন সহকারে লিখিভাবে পেশ করা হলো। --- **মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

স্বর্ণের ইট

বর্ণিত রয়েছে: এক নেককার ব্যক্তি কোন এক জায়গায় একটি স্বর্ণের ইট পেলেন। সে সম্পদের মোহে মত্ত হয়ে সারা রাত বিভিন্ন ধরণের কল্পনা করতে লাগলেন। এখন আমি এই সম্পদ দিয়ে ভাল ভাল খাবার খাবো, উন্নত মানের পোশাক পরিধান করবো, আর বাড়ীতে অনেক চাকর রাখবো। মোটকথা- সম্পদশালী হয়ে যাওয়ায় কারণে আরাম আয়েশের ধ্যান করতে করতে একেবারে চিন্তিত হয়ে ঐ রাতে **আল্লাহ্ তায়ালার** ধ্যান থেকে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন হয়ে গেলেন। ভোরবেলা মাথার মধ্যে এ সমস্ত কল্পনা করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে পড়লে, ঘটনাক্রমে তিনি এক কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তি একটি কবরের উপর থেকে মাটি নিয়ে ইটের খামির তৈরি করছে। এ দৃশ্য দেখে একেবারে তাঁর চোখ থেকে অলসতার পর্দা সরে গেলো। অঝোর ধারায় তাঁর চোখ দিয়ে পানি বের হতে লাগলো। তিনি ভাবতে লাগলেন, হায়! হয়তো মানুষেরা আমার মৃত্যুর পর আমার কবর থেকেও মাটি নিয়ে এমনিভাবে ইটের খামির তৈরি করবে। আহ! আমার এ সম্পদ দ্বারা বহু কষ্টের বিনিময়ে নির্মিত সুউচ্চ অট্টালিকা ও উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ সবই এখানে আপন স্থানে পড়ে থাকবে। তাই স্বর্ণের ইটের প্রতি মন লাগিয়ে অস্থায়ী সুখভোগের প্রতি লালায়িত হওয়া হবে সম্পূর্ণ বোকামী।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

হ্যাঁ, যদি মন লাগাতেই হয়, তাহলে আমার প্রিয় প্রিয় **আল্লাহ্ তায়ালা**র প্রতিই লাগানো উচিৎ। এ সমস্ত চিন্তা ভাবনা করে শেষ পর্যন্ত তিনি স্বর্ণের ইট ফেলে দিলেন এবং দুনিয়া বিমুখতা এবং অল্পে তুষ্টির পথই বেছে নিলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

উদাসীনতার বিভিন্ন কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবে অধিক সম্পদ লাভের মোহে মত্ত থাকার মধ্যে **আল্লাহ্ তায়ালা**র বিধানের প্রতি উদাসীন হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। যে দুনিয়ার নিয়ামতের মধ্যে মন লাগিয়ে দেয়, সে তো অবশ্যই ধর্মের প্রতি অলসতার শিকার হয়ে পড়ে। অলসতাতো অলসতাই। অলসতা বান্দাকে **আল্লাহ্ তায়ালা**র নৈকট্য লাভ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। ভাল ব্যবসা এক প্রকার নিয়ামত, সম্পদ ও নিয়ামত। সুউচ্চ অট্টালিকা, উত্তম বাহন, মাতা-পিতার জন্য সন্তান সন্ততি এদের সবই নিয়ামত। যে কোন প্রকারের দুনিয়াবী নিয়ামতের মধ্যে প্রয়োজনে অতিরিক্ত নিমগ্ন থাকাই হলো উদাসীনতার কারণ। এ ব্যাপারে কুরআনুল কারিমে ২৮ পারার সূরা মুনাফিকুনের ৯নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝۹

(পারাঃ ২৮, সূরাঃ মুনাফিকুন, আয়াতঃ ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগন! তোমাদের ধন-সম্পদ, না তোমাদের সন্তান-সন্ততি কোন কিছুই যেন তোমাদেরকে **আল্লাহ্**র স্মরণ থেকে উদাসীন না করে; এবং যে কেউ এমন করে তবে ঐ সমস্ত লোক ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

এ আয়াতে কারিমা থেকে ঐ সব মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ যাদেরকে নেকীর দা'ওয়াত দিলে বা নামাযের দিকে আহ্বান করলে বলে, "জনাব, আমরাতো নিজের রুজির চিন্তায় ব্যস্ত থাকি। উপার্জন করা আর সন্তান সন্ততির জন্য আহার যোগাড় করাওতো ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত। আমরা তা থেকে একটু অবসর পেলেই আপনাদের সাথে মসজিদে গমন করবো। নিশ্চয় এ ধরণের কথা দ্বীনের প্রতি উদাসীনতার কারণেই বলে থাকে।

মৃত ব্যক্তির আর্তনাদ কোন কাজে আসবে না

ওহে শুধুই দুনিয়ার ধন-সম্পদের আধিক্যের ধ্যানে মগ্ন থাকা লোকেরা! "সম্পদ উপার্জনের জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে উদভ্রান্তের মত ঘোরাঘুরিকারী, কিন্তু মসজিদে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে হায়হুতাশ করে দূরে থাকা ব্যক্তিরা,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

নিজের ঘরকে সাজানোর জন্য পানির মত টাকা খরচকারী কিন্তু **আল্লাহ্ তায়ালা**র রাস্তায় খরচ করা থেকে প্রাণ রক্ষাকারীরা, ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকারের আধুনিক ফরমূলা প্রস্তুতকারী কিন্তু নেকীর মধ্যে বরকতের ব্যাপারে বেপরোয়া অবস্থায় জীবনযাপনকারীরা"! উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে তাড়াতাড়ি তাওবা করা উচিত। যেন এমন কখনো না হয় যে, হঠাৎ একদিন মৃত্যু এসে আপনার আলোকোজ্জল কামরায় ফোমের তৈরী আরামের তোষক দ্বারা সজ্জিত মনোরম পালঙ্ক থেকে ছোঁ মেরে আপনাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে আর বিষাক্ত কীটপতঙ্গে পরিপূর্ণ ভয়ানক অন্ধকার কবরে শুইয়ে দেবে। তখন এসব লোকেরাই চিৎকার করে বলতে থাকবে, **হে আল্লাহ্!** আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করো, যাতে সেখানে গিয়ে আমি তোমার ইবাদত করতে পারি। **মাওলা!** দয়া করে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দাও। আমি ওয়াদা করছি যে, আমার সমস্ত সম্পদ তোমার পথে বিলিয়ে দেবো....., পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে প্রথম কাতারে তাকবীরে উলার সাথে জামাআত সহকারে আদায় করবো....., তাহাজ্জুদও কখনো ছাড়বো না বরং সর্বদা মসজিদেই পড়ে থাকবো..., দাঁড়ির সাথে সাথে বাবরী চুলও রাখবো..., মাথায় সর্বদা পাগড়ী শরীফের তাজ সাজিয়ে রাখবো....., **হে আল্লাহ্!** আমাকে পুনরায় প্রেরণ করো.....। মেহেরবানী করে আর একবার সুযোগ দান করো, দুনিয়া থেকে আধুনিক ফ্যাশন নির্মূল করে চতুর্দিকে সুন্নাতের পতাকা উড়াবো.....।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

হে পরওয়ারদেগার! শুধুমাত্র একটিবার সুযোগ দান করো, যাতে আমি অধিক পরিমাণে নেকীর কাজ করে এই সীমাহীন আজাব থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাত লাভ করতে পারি.....। রাত-দিন গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকা ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর এ ধরণের আর্তনাদ কোন কাজেই আসবে না। যেহেতু কুরআনুল কারিমে এসব ব্যাপারে পূর্ব থেকেই হুশিয়ার করে দেওয়া হয়েছিলো। ২৮ পারার সূরা মুনাফিকুনের ১০ ও ১১ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَ اَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ یَّاْتِیَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَیَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَاۤ اَخَّرْتَنِیْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِیْبٍۙ فَاَصَّدَّقَ وَ اَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ ﴿۱۰﴾ وَ لَنْ یُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَاؕ وَ اللّٰهُ خَبِیْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۱﴾

(পারাঃ ২৮, সূরাঃ মুনাফিকুন, আয়াতঃ ১০-১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং আমার প্রদত্ত (রিযিক) থেকে কিছু আমার পথে ব্যয় করো এরই পূর্বে যে, তোমাদের মধ্যে কারো নিকট মৃত্যু এসে পড়বে। অতঃপর বলতে থাকবে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে কিছু সময়ের জন্য কেন অবকাশ দিলেনা? যাতে আমি দান সদকা করতাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভূক্ত হতাম! এবং কখনো **আল্লাহ্** কোন প্রাণকে অবকাশ দিবেন না যখন তার প্রতিশ্রুতি (নির্দ্ধারিত সময়) এসে পড়বে এবং তোমাদের কৃত কর্ম সম্পর্কে **আল্লাহ্**র খবর আছে।

www.dawateislami.net

দিলা গাফেল না হু ইয়াকদাম, ইয়ে দুনিয়া ছোড় জানা হে,
বাগিচে ছোড়কার খালি যমী আন্দর সামানা হে।
তেরা নাজুক বদন ভাই জু লেটে সেজ ফুলোপর,
ইয়ে হোগা একদিন বে জান, উসে খিরমো নে খানা হে।
তু আপনি মউত কো মাত্ ভূল কর সামান চলনেকা,
যমী কি খাকপার চোনা হে ইটোঁ কা ছেরহানা হে।
না বায়লী হু ছেকে ভাই না বেটা বাপ তে মায়ী,
তু কিউঁ ফেরতাহে সাওদায়ী আমল নে কাম আনা হে।
কাহাহে যাওরি নমরুদী? কাহাহে তখতে ফিরআউনী!
গেয়ী সব ছোড় ইয়ে ফানী আগার নাদান দানা হে।
আযীযা! ইয়াদ কর জিস দিন কে ইযরাঈল আয়েগী,
না জাওয়ে কুয়ী তেরে সঙ্গ আকিলা তুনে জানা হে।
জাহাকে শাগল মে শাগল, খোদা কে যিকর ছে গাফেল,
করে দাওয়া কে ইয়ে দুনিয়া মেরা দায়েম ঠিকানা।
গোলাম একদম না কার গাফলত, হায়াতী পর না হু গাররা,
খোদাকি ইয়াদ কর হারদম কে, জিস নে কাম আনা হে।

অসাধারণ অনুশোচনা

মুকাশাফাতুল কুলুব এ বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবু আলী দাক্কাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একদা একজন অনেক বড় **আল্লাহ্**র ওলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। আমি তাঁকে সেবা করার জন্য তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম। তাঁর নিকট সে সময় শিষ্যদের খুব ভিড় ছিল। দেখলাম, ঐ বুযর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কাঁদছেন।

www.dawateislami.net

আমি আরয করলাম: "হে শায়খ! দুনিয়া ত্যাগ করার কারণে কি কাঁদছেন"? তিনি বললেন: না! বরং নামায কাযা হওয়ার দরুন কাঁদছি। আমি আরয করলাম: হুযুর! "আপনার আবার নামায কাযা কিভাবে হলো?" বললেন: "আমি যখনই নামায আদায় করেছি তখন তা আদায় করেছি অলসতার সাথে, আর যখন সিজদা থেকে মাথা উঠিয়েছি তখন তা উঠিয়েছি অলসতার সাথে, আর এখন অলসতার সাথেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছি। অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ব্যথাভরা কণ্ঠে চারটি আরবী ছন্দ পাঠ করলেন, যে গুলোর অনুবাদ নিম্মে দেয়া হলো: (১) আমি নিজের হাশর, কিয়ামতের দিন এবং কবরে আমার মুখ পতিত হওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করছি, (২) এত সম্মান ও মর্যাদার পর একা পতিত হবো এবং আপন গুনাহের ভিত্তিতে (অবস্থার) পরিবর্তন হবে এবং মাটিই হবে আমার বালিশ, (৩) আমি আমার হিসাব দীর্ঘ হওয়া এবং আমলনামা প্রদান কালে অপমাণিত হওয়ার ব্যাপারেও চিন্তা করছি, (৪) কিন্তু ওহে আমার সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা, আমি তোমার রহমত প্রত্যাশী, তুমিই আমার গুনাহ ক্ষমাকারী। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ২২ পৃষ্ঠা)**

ক্রন্দনরত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন, এ ঘটনায় কিরূপ শিক্ষাণীয় বিষয় রয়েছে? এ সকল **আল্লাহ্**ওয়ালাগণের চিন্তাধারার প্রতি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন।

www.dawateislami.net

যাদের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত হয়ে থাকে **আল্লাহ্ তায়ালার** স্মরণে। কিন্তু তবুও তাদের বিনয়ের অবস্থা এইরূপ ছিল যে, নিজের ইবাদত ও কঠোর সাধনাকেও তারা তেমন বড় কিছু মনে করতেন না। **আল্লাহ্ তায়ালার** অমুখাপেক্ষিতা ও গোপন ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে 'অন্তরে ভীষন ভয় পোষণ করে সর্বদা কাঁদতেন। হায়! অলসতার মধ্যে পতিত ব্যক্তিদের জন্য শত আফসোস। কারণ এরা এত যে নেকীশূণ্য, নেকী শব্দের প্রথম অক্ষর নূন (ن) এর বিন্দু পরিমাণ নেকীও তাদের কাছে নাই। যাও সামান্য একটু আছে তাতে ইখলাসের নাম গন্ধ পর্যন্ত নাই। অথচ অবস্থা এমন যে, উচ্চ স্বরে নিজেদের ইবাদতের দাবী করতে ক্লান্তিবোধ করিনা। **আল্লাহ্ তায়ালার** নেক বান্দাগণ গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকা সত্ত্বেও **আল্লাহ্ তায়ালার** ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকেন ও টপ টপ করে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন। কিন্তু উদাসীনতায় অভ্যস্ত বান্দাদের এরূপ অবস্থা যে, নির্ভয়ে গুনাহ করে চলে, আবার নিজের গুনাহ সমূহের ব্যাপকভাবে ঘোষনাও দিয়ে থাকে। আর এজন্য জোরে শোরে অট্টহাসি দিতে থাকে, একটু লজ্জিত হয় না। কান লাগিয়ে শুনুন! হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا বলেন: "যে হেঁসে হেঁসে গুনাহ করবে, সে কেঁদে কেঁদে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৭৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

যদি ঈমান বরবাদ হয়ে যায়, তবে.....

হেঁসে হেঁসে মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বলে এমন ব্যক্তিরা, হেঁসে হেঁসে ওয়াদা ভঙ্গকারীরা, হেঁসে হেঁসে ভেজাল মিশ্রিত মাল বিক্রয়কারীরা, হেঁসে হেঁসে সিনেমা-নাটক দর্শনকারীরা এবং গান-বাজনা শ্রবণকারীরা, হেঁসে হেঁসে শরয়ী অনুমতি ছাড়া মুসলমানদের মনে কষ্ট দানকারীদের জন্য চিন্তার বিষয় যে, যদি **আল্লাহ্ তায়ালা** তাদের এ সমস্ত কার্য-কলাপের কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে যান ও **তাঁর প্রিয় মাহবুব, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও অসন্তুষ্ট হয়ে যান আর উদাসীনতার কারণে ও দুঃসাহসিকতার সাথে হেঁসে হেঁসে গুনাহ করার কারণে ঈমান বরবাদ হয়ে যায়। আর এসবের ফল স্বরূপ জাহান্নাম নসীব হয়ে যায় তাহলে কি অবস্থা হবে? একটু মন দিয়ে **আল্লাহ্ তায়ালার** ইরশাদ শুনুন! যেমন- ১০ পারার সূরাতুত তাওবার ৮২ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছেঃ

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ

(পারাঃ ১০, সূরাঃ তাওবা, আয়াতঃ ৮২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ সুতরাং তাদের উচিত যেন অল্প হাসে এবং প্রচুর কাঁদে।

মৃত্যুর তিনজন দূত

বর্ণিত রয়েছেঃ হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও মালাকুল মওত হযরত সায়্যিদুনা ইযরাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

একবার যখন হযরত সায়্যিদুনা মালাকুল মওত তার কাছে আসলেন তখন হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি আমার সাথে কি সাক্ষাত করতে এসেছেন? নাকি আমার রূহ কবজ করার জন্য এসেছেন? তিনি বললেন: সাক্ষাত করার জন্য এসেছি। হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বললেন: আমাকে মৃত্যু দেওয়ার পূর্বে আমার কাছে আপনার দূত পাঠাবেন। মালাকুল মওত বললেন: আমি আপনার কাছে দুই বা তিনজন দূত প্রেরণ করবো। পরবর্তীতে হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর রূহ কবজ করার জন্য একদিন মালাকুল মওত উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে তিনি عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন: আপনি আমার মৃত্যুর পূর্বে দূত প্রেরণ করবেন বলেছিলেন, তার কি হলো? হযরত সায়্যিদুনা মালাকুল মওত عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام বললেন: **“ওহে ইয়াকুব** عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام**! কালো চুলের পর সাদা চুল, শারীরিক শক্তির পর দুর্বলতা ও সোজা কোমরের পর বাঁকা কোমর, মৃত্যুর পূর্বে মানুষের প্রতি এগুলোই আমার দূত।”**

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ২১ পৃষ্ঠা)

একজন আরবী কবি এর দু’টি আরবী কবিতার মধ্যে কতই না শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে:

مَضَی الدَّھْرُ وَ الْاَیَّامُ وَالذَّنْبُ حَاصِلٌ وَجَاءَ رَسُوْلُ الْمَوْتِ وَالْقَلْبُ غَافِلٌ

نَعِیْمُكَ فِی الدُّنْیَا غُرُوْرٌ وَّحَسْرَۃٌ وَعَیْشُكَ فِی الدُّنْیَا مُحَالٌ وَّبَاطِلٌ

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

কবিতার অনুবাদঃ (১) সময় ও দিন চলে গেলো কিন্তু গুনাহ বাকী রয়ে গেল, মৃত্যুর ফিরিস্তা এসে পৌছেছে এবং অন্তর উদাসীন। (২) তোমার দুনিয়াতে প্রাপ্ত সকল নিয়ামতই ধোকা এবং তোমার আফসোসের কারণ। আর দুনিয়াতে স্থায়ীভাবে প্রশান্তি পাওয়ার কল্পনা করাটা তোমার তোমার ভুল ধারণা। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ২২ পৃষ্ঠা)**

অসুস্থতাও মৃত্যুর দূত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো; মৃত্যু আসার পূর্বে মালাকুল মওত عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام নিজের দূত প্রেরণ করেন। বর্ণনাকৃত তিনজন দূত ছাড়াও হাদীস শরীফে আরো অন্যান্য দূতের আলোচনা পাওয়া যায়। যেমনঃ রোগাক্রান্ত হওয়া, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তির কমতি হওয়াও মৃত্যুর দূত স্বরূপ। আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ এমন রয়েছে, যাদের কাছে মালাকুল মওত عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর দূত এসে গেছে, অথচ তারা এখনও উদাসীনতার মধ্যে ডুবে আছে। যদি কালো চুলের পর সাদা হতে শুরু করে, প্রকৃত পক্ষে তা এক প্রকার মৃত্যুর দূত। কিন্তু বান্দা নিজের মনকে শান্তনা দেয়ার জন্য বলে যে, এটাতো সর্দির কারণে চুল সাদা হয়ে গেছে! অনুরূপভাবে রোগ-ব্যাধি, যা মৃত্যুর সুস্পষ্ট দূত কিন্তু এতেও সম্পূর্ণ উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। অথচ, অসুস্থ ব্যক্তির মৃত্যুর স্মরণ বেশি হওয়া চাই। "রোগ" এর কারণেই প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর শিকার হচ্ছে।

www.dawateislami.net

কি জানি, যে রোগ সামান্য মনে হচ্ছে সেটাই জীবন বিনাশকারীর রূপ ধারণ করে মুহুর্তেই সব কিছু নিঃশেষ করে দেয় কিনা। যদি তাই হয় তাহলেতো আপনজনেরা কাঁদবে, শত্রুরা আনন্দিত হবে, আর মৃত ব্যক্তি বেশ কয়েক মণ মাটির নিচে অন্ধকার কবরে গিয়ে পৌঁছবে। এখন সেখানে শুধু মৃত ব্যক্তি আর তার ভাল-মন্দ আমলই থাকবে।

জাহান্নামের দরজায় নাম

ওহে আজকের জনাব ও আগামীকালের মরহুমগন! মনে রাখবেন! যে অলসতার শিকার হয়ে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে, সে পথ হারা হয়ে গেছে, এবং উদাসীনতা আমলহীনতার অন্ধকারে ঘোরাঘুরি করছে, আর **আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টির কারণে কবর ও আখিরাতের আযাবে ফেঁসে গেছে। এখন আফসোস করতে ও মাথা মারতে থাকলে কোন উপকার হবে না। সুতরাং এখনো সময় আছে তাড়াতাড়ি নামায ও রমযানের রোযা সমূহ রাখার এবং বিভিন্ন গুনাহ থেকে সত্যিকারভাবে তাওবা করে সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করার প্রতিজ্ঞা করে নিন। শুনুন!শুনুন! **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: " যে কেউ এক ওয়াক্ত নামাযও ইচ্ছাকৃত ভাবে ছেড়ে দিবে, তার নাম জাহান্নামের ঐ দরজার উপর লিখে দেওয়া হবে যেটা দিয়ে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১০৫৯০)

www.dawateislami.net

অনুরূপভাবে অন্য এক হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছেঃ যে রমযান মাসের একটি রোযাও শরয়ী কারণ ও রোগ ছাড়া কাযা করে, তবে পরবর্তীতে সারা জীবন রোযা রাখলেও সেটার কাযা আদায় হবে না, যদিও পরে তা রেখে নেয়।" **(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৭২৩)**

চক্ষুদ্বয়ে আগুন

নারীর পিছু ঘুরাফিরাকারী, সুদর্শন বালকের প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপকারী, সিনেমা-নাটক দর্শনকারী, গান-বাজনা ও গীবত শ্রবণকারীদের উচিত যেন তাড়াতাড়ি তাওবা করে নেয়। অন্যথায় নিশ্চয়ই যে কঠিন আযাব অপেক্ষা করছে তা সহ্য করা যাবেনা। বর্ণিত আছেঃ যে কেউ নিজের চক্ষুদ্বয়কে হারাম দৃষ্টি দ্বারা পূর্ণ করবে, কিয়ামতের দিন তার চক্ষুদ্বয়ে আগুন ভর্তি করে দেয়া হবে।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১০ পৃষ্ঠা)

আগুনের শলাকা

হযরত আল্লামা আবুল ফরজ আবদুর রহমান ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেনঃ নারীর সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়া ইবলিসের বিষাক্ত তীর সমূহের অন্যতম একটি তীর। যে ব্যক্তি না-মাহরাম থেকে চোখকে হিফাযত করেনা, কিয়ামতের দিন তার চোখে আগুনের শলাকা প্রবেশ করানো হবে। **(বাহরুদ দুমু, ১৭১ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

চোখে ও কানে পেরেক

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হফেজ আবুল কাসেম সুলায়মান তাবারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমার **প্রিয় আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক দৃশ্য এমনও দেখেছেন যে, কিছু মানুষের চোখে ও কানে পেরেক ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর খেদমতে আরয করা হলো: এরা এমন লোক, যারা তাই দেখতো, যা তাদের দেখা উচিত নয়। এরা তাই শুনতো যা তাদের শুনা উচিত নয়। **(আল মুজামুল কবির লিত ত্বাবরানী, ৮ম খন্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৬৬৬)** অর্থাৎ- হারাম (বস্তু) দর্শনকারী ও শ্রবণকারীদের চোখে ও কানে পেরেক বিদ্ধ হয়ে রয়েছে। সাবধান! শয়তানের ধোঁকায় পড়ে টিভিতে খবরও দেখবেন না। মনে রাখবেন! পুরুষ মহিলাকে যৌন উত্তেজনা সহকারে দেখুক কিংবা নারী পুরুষকে যৌন উত্তেজনা সহকারে দেখুক, উভয় দলের এ কাজ হারাম আর প্রতিটি হারাম কাজ জাহান্নামে নিক্ষেপকারী বস্তু। **(আল্লাহ্ তায়ালার পানাহ্)**

চোখে গলিত সীসা

বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি যৌন উক্তেজনার সাথে কোন অপরিচিত (না-মাহরাম) নারীর সৌন্দর্য্য দেখবে, কিয়ামতের দিন তার চোখে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে। **(হেদায়া, ২য় খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা)** নিঃসন্দেহে ভাবীও না-মাহরাম। যে দেবর ভাশুর আপন ভাবীকে ইচ্ছাকৃতভাবে দেখেই থাকে।

www.dawateislami.net

ঠাট্টা-মশকরা করে, সে যেন **আল্লাহ্ তায়ালার** শাস্তির ভয়ে তৎক্ষনাৎ সত্যিকারে তাওবা করে নেয়। ভাবী যদি দেবরকে ছোট ভাই এবং ভাশুরকে বড় ভাই বলে দেয়, তা সত্তেও বেপর্দা হওয়া এবং ঠাট্টা-মশকরা করা বৈধ হয় না এবং দেবর ও ভাশুর কুদৃষ্টি দেওয়া ঠাট্টা-মশকরা ইত্যাদি গুনাহের প্রতি বেশী ধাবিত হয়। মনে রাখবেন! ভাশুর ও দেবর এবং ভাবী পরস্পরে প্রয়োজন ব্যতীত কথা-বার্তা বলাও বিপদজনক ও ভয়ানক অবস্থা থেকে মুক্ত নয়, ভাল এটার মধ্যে যে, একে অপরের সাক্ষাত না করা এবং বিনা প্রয়োজনে কথা-বার্তা না বলা।

দেখনা হে তু মদীনা দেখিয়ে, কছরে শাহী কা নাজারা কুছ নেহী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দেবর ভাশুর এবং ভাবী প্রমুখ সাবধান যে, হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে: اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَان অর্থাৎ চোখদ্বয় যিনা করে। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৩য় খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হদীস: ৮৮৫২)** যাই হোক যদি এক ঘরে অবস্থানকারী নারীর জন্য নিকটবর্তী না-মাহরাম আত্মিয়দের থেকে পর্দা কষ্টকর হয়, তবে চেহারা উন্মুক্ত রাখার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু তবে এমন কাপড় পরিধান করবে না। যেমন- যার দ্বারা শরীর, মাথার চুল ইত্যাদি আকর্ষণ করে, কিংবা এমন পোশাক পরিধান করা যাবে না যে, শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গের অবয়ব (আকৃতি) এবং বুকের উত্থান প্রকাশ পায়।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

অগ্নি পূজারীদের মতো আকৃতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দাঁড়ি মুণ্ডন করা কিংবা এক মুষ্টি থেকে কম করে নেয়া উভয়টি হারাম কাজ। সায়্যিদুনা ইমাম মুসলিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন; **আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "গোফ খুব ছোট করো ও দাঁড়িকে বাড়তে দাও। আর অগ্নি পূজারীদের মতো আকৃতি ধারণ করোনা।" **(সহীহ মুসলিম, ১৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৬)** এ হাদীস শরীফে মুসলমানদের আত্মসম্মানবোধের প্রতি ধিক্কার রয়েছে। কেমন বিস্ময়কর বিষয় যে, **মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বতের দাবী করছে আর চেহারা ও আকৃতি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুশমনদের ন্যায় করে রেখেছে।

ছরকার কা আশিক ভী কিয়া, দাঁড়ি মুণ্ডাতা হে? কিউ ইশক্ব কা চেহরে চে, ইযহার নেহী হোতা?

কে কার থেকে পর্দা করবে?

পর্দার মধ্যে থেকে আমার বয়ান শ্রবণকারী ইসলামী বোনেরা! আপনারাও শুনুন, বেপর্দা হওয়া হারাম। পরপুরুষদেরকে যৌন উত্তেজনা সহকারে দেখা হারাম, আর হারাম কাজ হচ্ছে জাহান্নামে নিক্ষেপকারী। চাচাত, জেঠাত, ফুফাত, খালাত, মামাত, ভাই-বোনের সাথে ও চাচী, জেঠী, মামী, এদের সাথেও পর্দা রয়েছে। ভাবী ও দেবর এবং ভাশুরের মধ্যে পর্দা রয়েছে। এমনকি শালী ও দুলাভায়ের,

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" **(সায়াদাতুদ দারাঈন)**

পীর ও মুরীদনীর মধ্যেও পর্দা আবশ্যক। মুরীদনী নিজের পীরের হাত চুম্বন করতে পারবে না। মুর্শিদের হাত নিজের মাথায় বুলিয়ে নিতে পারবে না। মেয়ে যখন নয় (৯) বৎসর বয়সের হবে তখন তাকে পর্দা করান, আর ছেলে যখন বার (১২) বৎসর বয়সের হবে তখন তাকে নারীর সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখুন।

না-জায়িয ফ্যাশনকারীদের পরিণতি

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "(মিরাজ রজনীতে) আমি কিছু পুরুষকে দেখেছি যাদের চামড়া আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি বললাম: এরা কারা? জিব্রাইল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: এ সব লোক নাজায়িয বস্তু সমূহের মাধ্যমে সাজসজ্জা করতো। আর আমি দূর্গন্ধযুক্ত একটি গর্ত দেখলাম, যেখানে খুব হৈচৈ ছিলো। আমি বললাম: এরা কারা? তখন বলা হলো: এর ঐসব নারী যারা অবৈধ জিনিস দ্বারা সাজসজ্জা করতো।"

(তারীখে বাগদাদ, ১ম খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা)

স্মরণ রাখবেন! নেইল পালিশ নখের উপর জমাট বেঁধে যায়, সুতরাং উক্ত অবস্থায় অযু করলে না অযু হয়, না গোসল করলে গোসল হয়। যেখানে অযু ও গোসল হয় না তবে নামায কিভাবে হবে। ইসলামী বোনদের কাছে আমার মাদানী অনুরোধ হচ্ছে যে, আপনারা মাদানী বোরকা পরিধান করুন। হাত-পায়ে মোজাও ব্যবহার করুন। পরপুরুষের সামনে নিজের হাতের তালু ও পায়ের নিম্ম অংশও কখনো প্রকাশ করবেন না।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

ওমরী কাযা আদায় করে নিন

যদি **আল্লাহ্** না করুক! নামায-রোযা অনাদায়ী থেকে যায় তবে সেগুলোর হিসাব করে ওমরী কাযা আদায় করে নিন এবং সাথে সাথে তাওবাও করে নিন। ওমরী কাযা নামায আদায়ের সহজ নিয়ম জানার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশিত "নামাযের আহকাম " নামক কিতাবটি হাদিয়া প্রদান পূর্বক সংগ্রহ করে নিন। এতে অযু, গোসল, নামায, ও ওমরী কাযার ঐসব গুরুত্বপূর্ণ বিধাণ আলোচনা করা হয়েছে, যা পাঠ করে নিশ্চয় আপনি বলে উঠবেন, আফসোস! এতদিন পর্যন্ত অযূ ও গোসল এবং নামায বিশুদ্ধভাবে আদায় করা থেকে বঞ্চিত ছিলাম!

اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

এখন সকল ইসলামী ভাই অন্তরের পাক্কা প্রতিজ্ঞা সহকারে হাত নেড়ে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর সুমধুর স্লোগানের মাধ্যমে নিজের মাদানী আগ্রহ প্রকাশ করুন। নিয়্যত করুন, এখন থেকে আমার কোন নামায কাযা হবে না (اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ), রমযানুল মোবারাকের কোন রোযা কাযা হবে না (اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ), সিনেমা-নাটক দেখবো না (اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ), গান-বাজনা শুনবো না (اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ), দাঁড়ি মুণ্ডন করবো না (اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ) ও তা এক মুষ্টি থেকে ছোট করবো না (اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ)।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।" (আব্দুর রাজ্জাক)

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী বাহার

আপনারা সবাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সাওয়াবের নিয়্যতে সফর এবং ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাত পূরণ করে, প্রতি মাদানী (আরবী) মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করে দেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উভয় জাহানে সফলতা লাভ করবেন। আসুন! আপনাদেরকে উৎসাহের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী বাহারের একটি মাদানী ঘটনা শুনাই। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ (এটা শুনে) আপনার হৃদয়ও সেটার প্রভাবে আন্দোলিত হবে, আর اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মদীনার বাগানে পরিণত হবে।

মুহাম্মদ ইহ্‌সান আত্তারীর লাশ

বাবুল মদীনা করাচীর গুলবাহার এলাকার এক মর্ডান যুবক মুহাম্মদ ইহ্‌সান। তিনি যখন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হলেন এবং সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ মাধ্যমে ছরকারে বাগদাদ, হুযুর গাউছে পাক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মুরীদ হয়ে গেলেন। ছরকারে গাউছে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর শুধু মুরীদ হয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং তার জীবনে মাদানী পরিবর্তন এসে গেলো। চেহারা এক মুষ্টি দাঁড়ির মাধ্যমে মাদানী চেহারা হয়ে গেলো। আর মাথায় স্থায়ী ভাবে সবুজ পাগড়ী এর তাজ শোভা পেলো।

www.dawateislami.net

তিনি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র (প্রাপ্ত বয়স্কদের) মাদরাসাতুল মদীনাতে কুরআনে পাক নাযারা, (দেখে দেখে পাঠ করা) শেষ করেছেন আর মানুষের কাছে নিজে গিয়ে গিয়ে নেকীর দা'ওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে লাগলেন এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করতে লাগলেন। একদিন হঠাৎ তার গলায় ব্যথা অনুভব করলেন। চিকিৎসাও করালেন কিন্তু যতই চিকিৎসা করা হলো ততই ব্যথা বাড়তে লাগলো। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে গেলো। এ অবস্থায় তিনি সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ এর প্রকাশিত "রিসালা" মাদানী অসিয়ত নামা (যা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করা যায় তা) সম্মুখে রেখে নিজের অসিয়ত নামা তৈরী করিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র নিজ এলাকার যিম্মাদারকে প্রদান করলেন ও চিরতরে চক্ষু বন্ধ করে নিলেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স প্রায় ৩৫ বৎসর হয়েছিল। তাকে গুলবাহারের কবরস্থানে দাফন করা হলো। অসিয়ত অনুযায়ী কম-বেশী ১২ ঘন্টা পর্যন্ত তার কবরের পাশে ইসলামী ভাইয়েরা যিকির ও নাতের ইজতিমা জারী রাখলেন। মৃত্যুর প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পর ৬ই জমাদিউল আখির, ১৪১৮ হিজরি (৭-১০-১৯৯৭ইং), মঙ্গলবারের ঘটনা হচ্ছেঃ অন্য ইসলামী ভাই মুহাম্মদ উসমান আত্তারীর লাশ দাফন করার জন্য ঐ কবরস্থানে নেওয়া হলো। কিছু ইসলামী ভাই মরহুম মুহাম্মদ ইহসান আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কবরে ফাতিহা পাঠ করতে আসলেন। তখন তারা যে দৃশ্য দেখলেন তাতে তাদের চোখ খোলা রয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

তারা দেখলেন, কবরের এক দিকে খুব বড় একটি ছিদ্র হয়ে গেছে আর প্রায় সাড়ে তিন বৎসর পূর্বে মৃত্যুবরণকারী মরহুম মুহাম্মদ ইহ্সান আত্তারীর মাথায় সবুজ ইমামা শরীফের তাজ সাজানোবস্থায় দেখা যাচ্ছে। আর তিনি সুগন্ধিময় কাফন পড়ে আরামের সাথে শুয়ে আছেন। মুহূর্তেই এই খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। আর অনেক রাত পর্যন্ত দর্শনার্থীরা মুহাম্মদ ইহ্সান আত্তারীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাফনে জড়ানো তরতাজা লাশের যিয়ারত করতে লাগলেন। আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ব্যাপারে ভুল ধারণার শিকার ব্যক্তিবর্গও **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের উপর **আল্লাহ্ তায়ালা**র এ মহান দয়া ও অনুগ্রহ নিজের চোখে পর্যবেক্ষণ করে বাহ্বা ও প্রশংসা করলেন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র শুভাকাঙ্খী হয়ে গেলেন।

জু আপনি যিন্দেগী মে সুন্নাতে উনকী সাজাতে হে,
খোদা ও মুস্তফা আপনা উনহে-পিয়ারা বানাতে হে।

শহীদে দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হয়তো বা আপনাদের জানা আছে; ১৪১৬ হিজরির ২৫শে রজব মারকাযুল আউলিয়া লাহোরে সুন্নাতের নগন্য খাদিম সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখক) এর প্রাণ হরণের অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" **(কানযুল উম্মাল)**

ফলে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দু'জন মুবাল্লিগ হাজী উহুদ রযা আত্তারী ও মুহাম্মদ সাজ্জাদ আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শহীদ হয়েছিলেন। প্রায় আট মাস পর লাহোরে একবার প্রবল বৃষ্টি হওয়ার ফলে, শহীদে **দা'ওয়াতে ইসলামী** হাজী উহুদ রযা আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কবর বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিলো। যখন বাধ্য হয়ে কবর খোলা হলো। তখন তার লাশ একেবারে তরতাজা পাওয়া গেলো, আর অনেক লোকের উপস্থিতিতে শহীদে **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে অন্য কবরে রাখা হয়েছিলো। পরিশেষে আমার সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের নিকট মাদানী আবেদন হচ্ছে যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে কোন মেম্বারশীপ নেই। আপনি আপনার এলাকায় অনুষ্ঠিত **"দা'ওয়াতে ইসলামী**র" সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করুন ও সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলের সাথে সফর করতে থাকুন। প্রত্যেকের উচিত, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে সুন্নাত সমূহের মাদানী ফুল বিতরণ এবং নেকীর দাওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

"যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)**

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পাড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আকীকার ২৫টি মাদানী ফুল

❁ **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সন্তান আপন আকীকার ব্যাপারে বন্ধক। সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে প্রাণী জবেহ করবে, তার নাম রাখবে এবং মাথা মুণ্ডন করবে।" **(জামে তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৫২৭)** বন্ধকের উদ্দেশ্য হলো; যতক্ষণ পর্যন্ত আকীকা করা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চা থেকে পূর্ণ উপকার অর্জিত হবে না। আর কতিপয় মুহাদ্দিসগণ বলেন: বাচ্চার নিরাপত্তা, তার লালন-পালন এবং তার মধ্যে উত্তম গুনাগুন হওয়া আকীকার সাথে সম্পৃক্ত। **(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা)** ❁ বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার শুকরিয়া আদায় স্বরূপ যে প্রাণী জবেহ করা হয়, তাকে আকীকা বলে। **(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা)** ❁ যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট হয় তখন তার কানে আযান ও ইকামত দেয়া মুস্তাহাব। আযান দেয়ার ফলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ বিপদাপদ দূর হয়ে যাবে। ❁ উত্তম হলো, ডান কানে চারবার আযান এবং বাম কানে তিনবার ইকামত দেয়া।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

❁ অনেকের মাঝে এটা প্রচলন আছে: ছেলে সন্তান ভূমিষ্ট হলে আযান দেয় আর কন্যা সন্তান হলে আযান হয় না। এটা উচিত নয়, বরং কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হলেও আযান ও ইকামত দিবে। ❁ সপ্তম দিনে শিশুর নাম রাখবে, তার মাথা মুণ্ডাবে এবং মাথা মুণ্ডানোর সময় আকীকা করবে। আর মাথার চুল পরিমাপ করে তার সমপরিমাণ রূপা বা স্বর্ণ সদকা করা হবে। (প্রাগুক্ত, ৩৫৫ পৃষ্ঠা) ❁ ছেলে সন্তানের আকীকায় দু'টি ছাগল এবং কন্যা সন্তানের আকীকায় একটি ছাগী জবেহ করবে অর্থাৎ ছেলের ক্ষেত্রে ছাগল আর কন্যার ক্ষেত্রে ছাগী হওয়াটা ভালো। আর ছেলের আকীকায় দু'টি ছাগী ও কন্যার আকীকায় ছাগল হওয়াতে কোন সমস্যা নেই। (প্রাগুক্ত, ৩৫৭ পৃষ্ঠা) ❁ ছেলের জন্য দু'টি জবেহ করা সম্ভব না হলে একটি যথেষ্ঠ হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৮৬ পৃষ্ঠা) ❁ কুরবানীর পশু উট, গরু, ইত্যাদির মধ্যে আকীকার অংশ দেওয়া যাবে। ❁ আকীকা ফরয কিংবা ওয়াজিব নয়, শুধুমাত্র প্রিয় সুন্নাত। (যদি সামর্থ্য থাকে অবশ্যই করবে, না করলে গুনাহগার হবে না, তবে আকীকার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।) দরিদ্র ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সুদি কর্জ নিয়ে আকীকা করবে। (ইসলামী যিন্দেগী, ২৭ পৃষ্ঠা) ❁ সন্তান যদি সপ্তম দিনের পূর্বেই মারা যায়, তবে তার আকীকা না করার কোন প্রভাব শিশুর সুপারিশ (শাফায়াত) ইত্যাদিতে পড়বে না। যেহেতু আকীকার সময় আসার পূর্বেই মারা গিয়েছে। হ্যাঁ! যে, সন্তান আকীকার সময় পেয়েছে অর্থাৎ: সপ্তম দিনের হয়েছে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনা কারণে তার আকীকা করেনি, তার জন্য এটা এসেছে:

www.dawateislami.net

সে আপন মা-বাবার জন্য সুপারিশ করবে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৯৬ পৃষ্ঠা) ❁ জন্মের সপ্তম দিন আকীকা করা সুন্নাত। আর এটাই উত্তম। নতুবা চৌদ্দতম দিন অথবা একুশতম দিনে। (প্রাগুক্ত, ৫৮৬ পৃষ্ঠা) ❁ আর যদি সপ্তম দিনে করতে না পারে, তবে যখন সামর্থ্য সুযোগ হয় করতে পারবে। সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা) ❁ যার আকীকা করা হয়নি, সে যৌবন, বৃদ্ধ বয়সেও নিজের আকীকা নিজে করতে পারবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৮৮ পৃষ্ঠা) যেমন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুয়ত প্রকাশের পর নিজের আকীকা নিজে করেছেন। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, ৪র্থ খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৭৪) ❁ কতিপয় আলেমগণ বলেন: সপ্তম দিন অথবা চৌদ্দতম দিন কিংবা একুশতম দিন অর্থাৎ-সপ্তম দিনের খেয়াল রাখা ভালো। আর যদি স্মরণ না থাকে তবে এটাও করা যায় যে, যে দিন ভূমিষ্ট হয়েছে, সে দিনটি স্মরণ রাখবে। সে দিনের পূর্ববর্তী দিনটি যখন আসবে তখন সপ্তম দিন হবে। যেমন: শুক্রবার জন্ম হয়েছে তবে (জীবনের প্রতিটি) বৃহস্পতিবার (তার) সপ্তম দিন। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা) যদি জন্মের দিন স্মরণ না আসে তবে যখন চায় করে নিবে। ❁ বাচ্চার মাথা মুণ্ডানোর পর মাথায় জাফরন পিষে লাগিয়ে দেওয়া উত্তম। (প্রাগুক্ত, ৩৫৭ পৃষ্ঠা) ❁ উত্তম হলো; আকীকার পশুর হাঁড় না ভাঙ্গা বরং হাঁড় থেকে মাংস সমূহ নিয়ে ফেলবে। এটা নিরাপদ (সুস্থ) থাকার ভালো লক্ষণ। আর হাঁড় ভেঙ্গে মাংস নেয়া হলেও সমস্যা নেই। মাংসকে যেভাবে ইচ্ছা রান্না করা যাবে।

www.dawateislami.net

কিন্তু মিষ্টি করে রান্না করলে, বাচ্চার চরিত্র ভালো হওয়ার লক্ষণ। মিষ্টি মাংস রান্নার পদ্ধতি দু'টি। {১} এক কেজি মাংসের সাথে আদা কেজি মিষ্টি দই, ছোট এলাচি সাঁতটি, ৫০ গ্রাম বাদাম, প্রয়োজন মতো ঘি, বা তেল মিশিয়ে রান্না করে নিন। রান্নার পর প্রয়োজন মতো চিনি মিশ্রিত পানি, সৌন্দর্য্যের জন্য গাজর কুচি, কিসমিস আরো অন্যান্য জিনিস দেওয়া যেতে পারে। {২} এক কেজি মাংসের মধ্যে আদা কেজি চুকান্দর (এক প্রকার মিষ্টি সবজি) দিয়ে উল্লেখিত পদ্ধতিতে রান্না করে নিন। ❁ সর্বসাধারণের কাছে এটা প্রসিদ্ধ হলো, আকীকার মাংস সন্তানের মাতা-পিতা, দাদা-দাদি, নানা-নানি খেতে পারবে না। এটা সম্পূর্ণ ভূল, এ কথার কোন ভিত্তি নেই। (প্রাগুক্ত) ❁ কুরবানীর পশুর হুকুম হলো, আকীকার পশুর চামড়ারও একই হুকুম যে, চাই নিজের ব্যবহারের জন্য রাখতে পারবে অথবা কোন মিসকিনকে দান করবে কিংবা কোন ভালো কাজে, মসজিদে, বা মাদ্রাসায় ব্যয় করবে। (প্রাগুক্ত) ❁ আকীকার প্রাণীর মধ্যে ঐ সকল শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে, যা কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আকীকার পশুর মাংস ফকীর, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে কাঁচা বন্টন করা যাবে অথবা রান্না করেও দেওয়া যাবে। কিংবা মেজবানী হিসাবে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো যাবে। এ সকল পদ্ধতি বৈধ। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা) ❁ আকীকার মাংস চীল, কাককে খাওয়ানোর কোন গুরুত্ব রাখে না। এগুলো (অর্থাৎ চীল, কাক) ফাসেক। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৯০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

❁ আকীকা হচ্ছে, ভূমিষ্ট হওয়ার শুকরিয়া স্বরূপ। তাই মৃত্যুর পর আকীকা হয় না। ❁ ছেলের আকীকায় পিতা জবেহ করার সময় এ দোয়া পাঠ করবে: اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ ابْنِىْ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَ لَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَ جِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ ط اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِّابْنِىْ مِنَ النَّارِ ط بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ- [১] 'অমুক' এর স্থানে এ সন্তানের যে নাম হয় তা হবে, আর মেয়ে সন্তান হলে উভয় স্থানে اِبْنِىْ এর জায়গায় بِنْتِىْ এবং هٖ আছে সেখানে هَا হবে। যদি (পিতা ছাড়া) অন্য ব্যক্তি জবাই করে তখন উভয় স্থানে اِبْنِىْ فُلَان অথবা بِنْتِىْ فُلَان এর স্থানে فُلَان اِبْنِ فُلَان অথবা فُلَانَه بِنْتِ فُلَانَه বলবে। সন্তানকে তার পিতার দিকে সম্পর্কিত করবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০তম খন্ড, ৫৮৫ পৃষ্ঠা) ❁ যদি দোয়া স্মরণ না থাকে, তবে দোয়া পড়া ব্যতীত অন্তরে এ ধারণা করবে যে, অমুকের ছেলে বা অমুকের কন্যার আকীকা, بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرْ- বলে জবেহ করবে, আকীকা হয়ে যাবে। আকীকার জন্য দোয়া পড়া অবশ্যক নয়। (জান্নাতী জেওর, ৩২৩ পৃষ্ঠা) ❁ বর্তমানে সাধারণত আকীকার জন্য দাওয়াতের আয়োজন করে আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেওয়া হয়, যা উত্তম আমল এবং অংশগ্রহণকারীরা বাচ্চার জন্য উপহার নিয়ে আসে।

[১] অর্থ:- হে আল্লাহ্! এটা আমার অমুক ছেলের আকীকা তার (পশুর) রক্ত, তার (ছেলের) রক্তের, তার মাংস ছেলের মাংসের, তার হাড় ছেলের হাড়ের, তার চামড়া ছেলের চামড়ার, তার চুল ছেলের চুলের বিনিময়ে কবুল করো। হে আল্লাহ্! এ পশুকে আমার ছেলের জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে ফিদিয়া বানিয়ে দাও। আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, আল্লাহ্ মহান।

www.dawateislami.net

এটাও ভালো কাজ অবশ্যই কিছু বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে-যদি মেহমান কোন উপহার নিয়ে না আসে, এতে অনেক সময় দাওয়াত দাতা বা তার ঘরের সদস্যরা মেহমানের বদনাম করে গুনাহে লিপ্ত হয়, এমতাবস্থায় নিশ্চিত যে, এমন ঘটনা ঘটবে সে জায়গায় মেহমানের উচিত সম্ভব হলে না যাওয়া। বাধ্য হয়ে গেলে উপহার নিয়ে যাওয়াতে কোন সমস্যা নেই। দাওয়াতদাতা এ নিয়্যতে গ্রহণ করবে যে, যদি মেহমান উপহার না নিয়ে যায়, তবে দাওয়াতদাতা এই মেহমানের বদনাম করবে অথবা বিশেষ নিয়তে তো নয় কিন্তু দাওয়াতদাতা এমন মন্দ আমল রয়েছে, যেখানে তার প্রবল ধারণা হবে যে, উপহারদাতা এমতাবস্থায় দাওয়াতদাতার বদনাম থেকে বিরত থাকার জন্য উপহার নিয়েছে। তখন গ্রহিতা, দাওয়াতদাতা গুনাহগার এবং জাহান্নামের শাস্তির হকদার হবে। আর এ উপহার টি তার জন্য ঘুষ হবে। হ্যাঁ! যদি বদনাম করার নিয়্যত না থাকে এ মন্দ আমল না হয় তবে উপহার গ্রহণে ক্ষতি নেই।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত বাহারে শরীয়াত ১৬ খন্ড এবং (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত সুন্নাত ও আদাব হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য উত্তম মাধ্যম হলো **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

লুঠনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগী হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খাতাম হো শামতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২২শে রজব ১৪৩৩ হিজরি
১৩-০৬-২০১২ ইংরেজি

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
তিরমিযী	দারুল ফিকর বৈরুত	ইবনে আসাকির	দারুল ফিকির, বৈরুত
মুসনদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকর বৈরুত	হিদায়া	দারু ইহয়ায়েত তুরাসিল আরবী, বৈরুত
মুসলিম	দারু ইবনে হাশম বৈরুত	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
মুসান্নীফে আবদুর রাজ্জাক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
মুজামুল কবির	দারু ইহয়ায়ুত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	মুকাশাফাতুল কুলুব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
ফিরদাওসুল আখবার	দারুল কুতুবুল আরবী, বৈরুত	বাহরুদ দুমু	মাকতাবাতু দারুল ফজর
হিলয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া	ইসলামী জিন্দেগী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী
তারীখে বাগদাদ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া	জান্নাতী জেওর	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে, এম, ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina36@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Webc www.dawateislami.net